পথের বাঁকে বাঁকে

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

—প্রাপ্তিস্থান—

সমকাল প্রকাশনী

১এ, গোয়াবাগান স্ট্রীট

কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ :
ডিসেম্বর, ১৯৫৮
প্রকাশক :
প্রসূন কুমার বসু
সমকাল প্রকাশনী
৮/২এ, গোয়ালটুলি লেন
কলিকাতা-৭০০০১৩
মুদ্রক :
শ্রীমথুরামোহন দত্ত
মা শীতলা কম্পোজিং ওয়ার্কস
৭০, ডবলু. সি. ব্যানার্জী স্ট্রীট
কলিকাত-৬
প্রচ্ছদ : জয়ন্ত চৌধুরী

আমার জীবনে বিধাতার সব চাইতে বড় আশীর্বাদ আমার বাবলু, দিপু, সীপু ও টুকুন মামণিরা—তাদেরই হাতে তুলে দিলাম আমার জীবন স্মৃতির কিছু এলো-মেলো পৃষ্ঠা।

বাবা

উল্কা
২৬/এ গড়িয়াহাট রোড
কলিকাতা-৭০০০২৯

১৯১১ সন—৬ই জুন, বাংলা ২৩শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ মঙ্গলবার। সেটা ছিল ভগীরথ দশহরার উৎসবের দিন। পুণ্যলোভাতুরা নরনারীরা আদিগঙ্গার ঘাটে হাজারে হাজারে ভিড় করে। ভস্মীভূত সগরবংশ কপিল মুনির অভিশাপে—পাতালপুরীর অন্ধকারে সেই ভস্মস্তূপকে মুক্তি দিতে ভগীরথ মা গঙ্গাকে তপস্যার দ্বারা স্বর্গ থেকে মর্তভূমিতে নিয়ে এসেছিল।

মহাভারতে পড়েছিল সে কাহিনী খোকা ছেলেবেলাতেই।

ওর মা বলেন, সেই দিনটিতেই নাকি কলকাতা শহরে ভবানীপুরে মনোহরপুকুরের এক ভাড়াটে বাড়িতে এক মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরে দুই বোনের পর রাত নয়টা পনের মিনিটের সময় শঙ্খধ্বনি শোনা গিয়েছিল। ব্যথা উঠেছিল মায়ের বিকেল থেকেই।

ছেলে হয়েছে গো—ছেলে। ছেলে হয়েছে। খোকা। ওঁয়া ওঁয়া ছেলেটাও সমানে চেঁচায়।

বাপ সামান্য মাহিনায় চাকরি করে আবগারী বিভাগে।

আজকের মনোহরপুকুর নয়—তখন সে অঞ্চলে পীচের রাস্তাও ছিল না—রাস্তায় বিজলিবাতিও জ্বলত না। সবে ঐ অঞ্চলে গ্যাসের আলো এসেছে। কাঁচা রাস্তা—কোথাও সরু—কোথাও সামান্য চওড়া—দুপাশে কাঁচা ড্রেন। কিছুটা দূর আরো এগুলেই ধানক্ষেত আর ঘন জঙ্গল। সন্ধ্যা হলে শিয়ালের ডাক শোনা যেত; সন্ধ্যার একটু পরেই জায়গাটা কেমন নিঝুম হয়ে যেত। এখানে ওখানে ঝাপসা ঝাপসা অন্ধকার—ক্বচিৎ দু'একটা পাকা বাড়ি একতলা দোতলা—বেশির ভাগই টিনের চাল—টালির চাল।

দুপাশে কাঁচা ড্রেন রাস্তায় সর্বক্ষণ কেমন বিশ্রী একটা গন্ধ ছড়াত বাতাসে। দিনে মাছি—। আর রাত্রে ভন্ ভন্ করে মশা। মশার উৎপাতে সন্ধ্যার পর থেকেই মানুষ তটস্থ হয়ে পড়ে। এখানে ওখানে গোয়ালাদের আড্ডা খাটাল তারা মশা তাড়াতে দেয় ধোঁয়া।

জুন মাসের ভ্যাপসা গরম—বাংলা জ্যৈষ্ঠ মাস। সকলের প্রাণ ওষ্ঠাগত।

পিতৃবংশের দিক দিয়ে খোকার তেমন কোন স্বীকৃতি বা পরিচয় ছিল না